পূর্ণকুম্ভের ডায়েরি

শ্রীবসন্তকুমার রায়

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

লেখকের কলমে

চেরাপুঞ্জী থেকে হঠাৎ উড়ে আসা একখানা মেঘের মতো, বন্ধুর নিকট থেকে অনেক দিন পরে হঠাৎ পাওয়া একখানা খামের মতো, আকস্মিকতার আঘাতহীন এক আনন্দে আমরা হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ মেলায় এবৎসর যাওয়ার প্রস্তাবকে আশ্রয় করি ও তাকে প্রশ্রয় দিয়ে সত্যিই সেখানে গিয়ে পড়ি। হরদ্বার গঙ্গাদ্বার বলেই হয়তো সেখানে যাওয়ায় আমাদের বয়স ভুলে গিয়ে স্বর্গীয় এক আনন্দে আমরা সপ্তগঙ্গায় ভেসে যাই; আর, বয়সসহ সব কিছু ভুলিয়ে দেয় বলেই সাধক ও সংসারীর নিকটে সে-শহর স্বর্গেরই আগের স্টেশন হরিদ্বার হয়ে উঠেছে।

তাই মহানন্দে আমিও সেখানকার নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক বৈচিত্র্যকে হৃদিকুম্ভে ভরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। অবশ্য আমার সে চেষ্টায় কোনও কসুর ছিল না; তথাপি আমার সে-চেষ্টায় ভৃতি পূর্ণ ও ঈষ্ট হয়েছে কি না তাঠিক বলতেপারছি না। তবে, ভ্রমণরসিক পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তা কিছুটা আনন্দদায়ক হয়েছে জানলে আমার নিকট তা অনেক, অনেক আনন্দের হবে।

কোন্নগর, ঘাটাল
জেলা - মেদিনীপুর
পিন- ৭২১২১২

শ্রীবসন্তকুমার রায়

এক

উঠল কথা ঃ তোড়জোড়

মা দুর্গারা বলে,—"বয়স হয়েছে, অত ছোটাছুটি করেন কেন, বাবা? হেথা হোথা ছুটে সারা হওয়ার কোনো দরকার নাই—বিশ্রামে থাকুন!"

পরিণত বয়সে এম. এ. পাস করাটা সহজ হলেও যে- ম্যাট্রিক পাস করাটা মস্ত কঠিন, তার সার্টিফিকেটেও দেখা যায়—আমার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর এখন। আর, বয়স সম্পর্কে আমার স্ত্রীরও ওই একই কটাক্ষপাত। তবু, স্ত্রী যা-ই বলুক, পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সেও যাকে বন্ধু-বান্ধবরা (অবশ্যই পুং) পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের ব'লে বলে, সেই আমি কিন্তু সত্যই কাজকর্ম, ছোটাছুটি, সভা-সমিতি, পড়াশুনা ও লেখালেখিতে সব দিন যথা সময়ে স্নান খাওয়ারও সময় পাই না। —এটা ঘটনা।

তাই, একদিন প্রাতর্ভ্রমণে সে-হেন আমার কাছে বা, আমাদের মতো ব্যক্তির কাছে, যখন পথেই কুম্ভমেলা—হ্যাঁ, হরিদ্বারে অনুষ্ঠিতব্য শতাব্দীর শেষতম এই বৎসরের পূর্ণ কুম্ভমেলা,—যাওয়ার প্রস্তাবটা উঠেছিল, তখন ব্যস্তবাগীশ, ভোগী মানুষ বা বাতের রোগী বাদ দিয়ে, আমাদের মধ্যে ছয় জনের মনটা একটু উচাটন হয়েই উঠেছিল। এই ছয়জনই হয়তো তখন হিমালয় থেকে বয়ে-আসা 'ওজন' ও বঙ্গোপসাগরের ভেসে-আসা অক্সিজেনসহ তাদের সকল স্নিগ্ধতাটুকু শুষেই নিয়েছিলাম।

ত্রিতাপহারিনী, অমৃতস্বরূপিনী ও মোক্ষমুক্তিদায়িনী হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভমেলা ব'লে কথা! যেখানে যাওয়ার প্রস্তাবে পঙ্গুরাও গিরি লঙ্ঘন করতে চাইবে, সেখানে যেতে আর আমরা ছটফট করব না!

আজ বুঝি তারিখটা ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি।

—তা হলে, হরিদ্বার যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির তো? সকলেরই সিদ্ধান্ত পাক্কা?

নাঃ, তা কি করে হবে? কারণ, এরই তিনদিনের মধ্যে, এক বয়স্ক সুজিত-গৃহিণীর আগ্রহ উতলা হলেও পেশায় উকিল সুজিতবাবু নিজ পুত্রের প্রতি গূঢ় ভালোবাসাকে গাঢ় ভালোবাসায় পরিণত করে, 'যেতে পারি', 'যাবই' প্রভৃতি ঘোষণা থেকে সরে এসে শেষ পর্যন্ত হরিদ্বার কুম্ভমেলায় আমাদের সাথে যাওয়ার ব্যাপারে, সুনিশ্চিতভাবে অসম্মতি জানিয়ে দিলেন। ফলে, ছয়ের মধ্যে দুই হারিয়ে, এখন হারাধনের তীর্থ-সঙ্গীর সংখ্যা, কমতে কমতে, চার। এই চারজনই শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালেন মূলে।

আর দেরি নয়!

সবুরে মেওয়া ফলে কি না জানি না, তবে, দেরি করলে নিমন্ত্রণবাড়ি সহ অন্যত্রও অনেক কিছু লোকসান হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও, আরও দেরি করলে, মূল চার জনের মধ্যে যে কোনো এক, দুই, তিন বা, চারজনেরই কেটে পড়ার ও প্রকল্প বানচাল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

তাই, মন বলে—"জলদি"!

সকল অঘটন-ঘটন পার হয়ে, তাহলে যদি যাওয়াই হয়, তবে সংরক্ষণ সহ টিকিটগুলো তো এখনই জোগাড় করতে হবে। নতুবা, এক অতি বিশিষ্ট দম্পতির শ্রী মৈত্র (৬৩) ও শ্রীমতী মৈত্র সহ বিদগ্ধ আমরা, স্বামী (৬৫) ও স্ত্রী (৬২$^{১}/_{২}$) কি করে প্রায় ১৫৫০ কি.মি. দূরপাল্লার হরিদ্বারে পৌঁছাব?

সম্ভাব্য যাত্রার ষাট দিন আগে থেকেই এসব যাত্রার জন্যে টিকিট পাওয়া যায়। তাই, সে মতোই টিকিট করতে হয়। নচেৎ বিবিধ অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

মার্চ -এর প্রথম সপ্তাহের একটি দিনে হরিদ্বার যাত্রা করতে গেলে, টিকিট পাওয়ার গরজ আছে। সেটা, এই মুহূর্তে বড়ো অসহায়ভাবে দেখাও দেয়।

হাতে যে আর মাত্র চোদ্দ-পনের দিন! মাথার উপর পূর্ণকুম্ভের লগ্ন। তাহলে কি 'যাচ্ছি' 'যাব' বলেও, যেতে না-পারায় বেইজ্জত?

না।

ভরসা দিল এক কল্যাণী মূর্তি—হিমালয় পর্বতারোহণে যে গত '৯০-র দশকে রাষ্ট্রপতির পুরস্কারপ্রাপ্তা।

অতএব, পরম ভরসায় সেই কল্যাণীয়াকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের কাছাকাছি একটি তারিখে হরিদ্বার যাত্রার জন্যে সংরক্ষণসহ চারখানা টিকিট কাটার ভার দেওয়া হল। ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতায় তাকে এই ব্যাপারে অনুরোধও করা হল।

এবং অবিশ্বাস্য হলেও, সেই কল্যাণীয়া, এক কল্যাণীয়া বলেই, দিন কয়েকের মধ্যেই ৬।৩ তারিখের 'দুন' এক্সপ্রেসের চারখানা সংরক্ষণসহ টিকিট জোগাড় করে এনে দিল।

—আমাদের জনবহুল দেশে এত সুখও হয় তা হলে?

এর উপর আরও এক প্রস্থ ঘটনা । সেটা এই যে, এই চারখানা টিকিটের চারখানা আবার সিনিয়র সিটিজেন, বা গোল্ডেন সিটিজেন হিসাবে ছাড়-দেওয়া টিকিট। অর্থাৎ, এ যেন সাপ্তাহিক 'আকাশগঙ্গা' লটারির প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সাথে সাথে, সাপ্তাহিক কাঞ্চনজঙ্ঘা লটারিরও প্রথম পুরস্কার পাওয়া!

এ যে উঠতে না উঠতেই, এক কাঁদি নয়, একেবারে দু'কাঁদি। কারণ, এজেন্ট মাধ্যমে ৩৫৪.০০, হিসাবে প্রতি টিকিটে ছাড় পাওয়া গেছে ১০০.০০ টাকা করে।

—চারখানা টিকিটই সিনিয়র সিটিজেন হয়ে গেছে দেখে, কিন্তু শ্রীমৈত্র চমকে উঠে তাঁর কল্যাণীয়াকে বলে উঠেন, — "একি রে, চারখানা টিকিটই সিনিয়র সিটিজেনের করে ফেললি, কেন? আমাদের মধ্যে একজনের যে চাকরি থেকে অবসর নিতে এখনও

কিছু বাকি আছে। রেলে তাকে ধরবে যে, রে!"— তাঁর প্রতি আমাদের আশীর্বাদ এইভাবে প্রশ্ন ও বিস্ময় হয়ে দেখা দেয়।

শ্রীমৈত্রের ইঙ্গিতটা ছিল অবশ্যই শ্রীমতী মৈত্রের বিরুদ্ধে।

কল্যাণীর এতে মিষ্টি উত্তর—"ক্ষেপেছ? আমাদের মেয়েদের ধরছেই বা কে, আর মাপছেই বা, কে? মহিলাদের বয়স মাপার সাহস রেল পুলিশের ক-টা পুরুষের আছে, শুনি? মেয়েদের বয়স মাপা যায়? তারা পারবে ও কাজ করতে?"

এই চ্যালেঞ্জে উপস্থিত সকলেরই হাস্যপ্রপাত।

শ্রীমৈত্র কিন্তু নিজে হাসতে ভয় পেলেন। তার সাথে, আমিও সমাজকে খানিকটা সমীহই করতে থাকলাম।

কারণ, একজন মহিলার ষাটোর্দ্ধ, হতে একটু বাকি থাকার ফলে, সামান্য ভুলে তাঁর জন্যেও সিনিয়র সিটিজেন টিকিট করে ফেলায়, দুর্নীতি করে ফেলেছি বৈ কি! তাতে, দুর্গন্ধ না ছাড়লেও, অন্তত কিছু দুর্নাম, হয়তো ছড়াবে।

কিন্তু আমাদের মনে সরলতা ছিল বলে, স্নেহভাজনদের কাছে আমরা তখনও নির্দোষ অপরাধী।

অবশ্য মনেতে ইচ্ছা রইল যে, সুযোগ মাত্রেই টিকিটের ব্যাপারে সংশোধনীটা করে নিয়ে, আইন ও সম্মান রক্ষা করা যাবে। সামান্য ব্যাপারে শ্রীমতী মৈত্রের সম্ভাব্য অপমানটা আগাম আঁচ করে, আমরা সবাই শিউরে উঠি। কারণ, শ্রী ও শ্রীমতী মৈত্র যত-টা প্রতিষ্ঠিত এতে তার চেয়েও বেশি প্রচার লাভ করতে পারে।

খবরের কাগজেও, কম টিকিট, তথা বিনা টিকিটের যাত্রিনী, হিসাবে শ্রীমতী মৈত্রের দুর্নাম রটে যেতে পারে। তাই, ধরা পড়ার অপমানের ভয়ে মরি। সহযাত্রিনী শ্রীমতী মৈত্র যে নিঃসন্দেহে একজন ভদ্রমহিলা! নিহত হয়ে যাওয়ার চেয়েও ভদ্রমহিলার পক্ষে অপমানাহত হওয়ার বেদনা অধিকতর অসহনীয়।

এদেশে হাওলা, গাওলার বড়ো অপরাধে ছাড়; কিন্তু ছোটো অপরাধে বড়ো আইন।

যাক। আজ ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখ, এবং আজ আমাদের হাতে এখন সংরক্ষণ সহ চার-চারখানা দেরাদুন এক্সপ্রেসের টিকিট।

শুভযাত্রা— ৬। ৩। হেতু ঃ আমাদের হরিদ্বারের অ-দৃষ্টপূর্ব পূর্ণ কুম্ভমেলার মহা মিলনক্ষেত্রে যোগদান। প্রায় দু কোটি ভক্তের সমাবেশ হওয়ার কথা।

—এগুলো তো শুধুমাত্র টিকিট নয়! এগুলো নিশ্চয়তার সেই সেই মুদ্রা, যাদের 'হেড'-এ যদি থাকে হরিদ্বার যাওয়ার সংস্থান একেবারে পাক্কা, তাহলে, এদের 'টেল'-এ আছে এক, দুই, তিন চারজনের টিকিটগুলোও একেবারে বাঁধা।

অতএব, দলভাঙা ও দলছুটদের দেশে—মাভৈঃ।

৬।৩ তারিখ আসন্ন।

আজ ২৪।২ তারিখ— সই।

দুই

উদ্বেগ—আবেগ—বেগ

হয়তো যুগ কাটে, যুগ-যুগান্তও কাটে। কিন্তু, যেন দিন আর কাটতে চায় না, মুহূর্ত্তও না।

মাস পয়লা পার হয়ে গেলেও যদি বেতনটা হাতে আসতে দেরি হয়, নিত্যযাত্রীর কাছে রাত্রের লাস্টট্রেনটা স্টেশনে আসতে যদি বড্ড দেরি করে, শীতের রাত্রি ১০-৩০টায় বাড়ির সকলের খাওয়া সারার পর রাত্রি ১১-১৫ মিনিট পার হয়ে গেলেও যদি নূতন বউ ঘরে চুপিচুপি এসে খিল দিতে দেরি করে এবং তিন তিনটি কন্যা সন্তানের পর চতুর্থ প্রসবেও ঘরণী যদি একটিও পুত্র সন্তান উপহার না দেয়, আশী বৎসর বয়স পার হয়ে গেলেও যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে না পারা যায় তবে, সকল অবস্থান ও বয়সের মানুষেরই যেমন একটা আকাঙ্খা, আশা ও ব্যগ্রতা ভিতরে ভিতরে তীব্রতা পেয়ে থাকে ও উদ্বেল অধৈর্য্যে পরিণত হয়, তেমনি আমাদের ষাট-ষাটোর্দ্ধদের মনের মধ্যেও সেই একইরকম মেদুরতা দেখা দেয়। মনে মনে সলজ্জ একটা এই নিভৃত উচ্চারণঃ 'রোজ রোজ না হোক—অন্তত ৬।৩ তারিখটা কেন তাড়াতাড়ি আসে না?'

২৬ বৎসর বয়সের সদ্য বিবাহিতা তরুণীর প্রথম লগনে—"যাব যাব" এবং/বা, বিচ্ছিন্ন-প্রবাসী-মনে-শনিবারের "বাড়ি যাই যাই" ইচ্ছাটা আমাদেরও মনে বড়ো অবাধ্য, বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে উঠতে চায় যেন—

এটা কি টমাস গ্রে (Thomas Gray)-র সেই 'Wonted fire' -এর অর্দ্ধবিকৃত সংস্করণ? নাকি 'কুঁড়ির-ভিতর-কাঁদিছে-গন্ধ-অন্ধ-হয়ে' রূপ অনুচ্চ উক্তির মাধ্যমে তৃতীয় নয়নের অধীশ্বর কবীন্দ্রের সেই বিশ্বজনীন অনুভূতির সামান্যীকরণ?

আমি উত্তর জানি না। আমি উদাহরণ পাই না। কিন্তু, আমরা ৬। ৩ তারিখের জন্য অবশ্যই উদগ্রীব।

আসি বাস্তবে।

গত দিনে দ্বাদশ লোকসভা গঠনে শহরের মাঠে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভট্টাচার্যের নির্বাচনী বক্তৃতা শুনে, তার নির্ঝরতায় ও নির্মলতায় মজেছিলাম। পরের দিন 'স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির' পরিচালনা করে বিয়াল্লিশ বোতল রক্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে, সারাটি দিন ধরে বাইরে গুজরান করে এলাম। কিন্তু, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে দেখি যে, আমার নিজস্ব ব্যাগের শতাধিক টাকার কোনো হদিস নাই! অর্থাৎ, বাহিরে স্বেচ্ছায় রক্তগ্রহণ করে এসে, ঘরে নিজেরই খানিকটা রক্ত অনিচ্ছায় লোকসান হয়ে গেছে। মাসের শেষে এতগুলো টাকার গুরুত্ব আছে। তাছাড়া, হরিদ্বার যাত্রার প্রাক্কালে, এই টাকাগুলোর প্রয়োজনটাও খুব বেশি।

কিন্তু নাঃ, কিছুতেই টাকা খুঁজে পাওয়া গেল না। বাড়িতে বাসিন্দার আমি-ছাড়া মাত্র স্ত্রী নিয়ে যার বাস, সন্দেহবশে, আজ অধর্মাচরণের দায়ে সেই ধর্মপত্নীর তো আর দুর্নাম করা যায় না!

অতএব, সারাজীবনটাই এইভাবে লোকসান করতে করতে এসে, আজ, মাস শেষে এতগুলো টাকা খোয়ার করার আপশোসেই পরদিনটাও কাটল।

কিন্তু ৬।৩ তারিখটা, যেভাবেই হোক, যখন এগিয়েই আসছে, ভাঙা বয়স হলেও তখন সে ব্যাপারে কিছুটা রোমাঞ্চিত হতেই হচ্ছে। প্রস্তুতিও আছে অন্যবিধ।

ছুটিতে খানিকটা পড়াশুনাও করতে হবে। কারণ, উচ্চ/উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করে ৩৬ বৎসর কাটালেও বিপুলা এই ধরণীর আমি আর কতটুকু জানি? জ্ঞানী গুণী না হই, বিদেশে যেতে গেলে একটু-আধটু জ্ঞানগম্য তো থাকা চাই! না কি?'

তাই, পড়াশুনা করেও কয়েকটা দিন কাটল।

এদিকে, ৬। ৩ যত এগিয়ে আসে, সব মিলিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও হৃদয়ে আমাদের একটা কাকলি তত জন্ম নেয়।

২৮। ২ তারিখে লোকসভার নির্বাচনে ভোটও দিলাম।

শ্রীমতী মৈত্র এর মধ্যে একদিন বলে বসলেন— "শ্রীরায়, আপনি তো একবার ইতিপূর্বে হরিদ্বার গিয়েছিলেন, না? তাই ওখানে যেতে গেলে, যাত্রার প্রস্তুতি সম্বন্ধে, দয়া করে একটু পরামর্শ দেবেন?"

শ্রীমতী মৈত্র একে এক অধ্যক্ষ গৃহিণী, তাতে আবার নিজেও এক এম. এ পাস শিক্ষিকা। অতএব, তিনি জ্ঞানে ও গরিমায় কিছুমাত্র কম নন।

তবুও তাঁর বক্তব্যের নিরীহতা ও আমার এ-হেন গণ্যতা সেই মুহূর্তে আমার কাছে, স্নিগ্ধ ঠেকেছিল।

—চাটনিতে পড়লে—আমেরই হোক, আর আমড়ারই হোক,—আঁটিকে যত চোষা যায়, তত রস বেরোয়।

যাই হোক। "অনুরোধ তার এড়ানো কঠিন বড়ো" ব'লে, আমি প্রথমেই জানালাম— "আগে তো কলেরার ইনজেকশন দুজনেই নিয়ে রাখুন।"

—'এ্যাঁ', শ্রী ও শ্রীমতী মৈত্রের দুই মুখে একই ভয়ার্ত চিৎকার। আর তিনটি সন্তান দিব্যি প্রসব করে বর্তমানে যার বয়স ৬২$^{১}/_{২}$ বৎসর, সেই আমার স্ত্রীও দেখি যে, যোগেতে যোগ দিয়েছেন!

—"আপনারা সব ভয় পাচ্ছেন কেন? ওতো মাত্র একটা পিঁপড়ে কামড়ানো, আর দিন দুই একটু জ্বর পোহানো। তাই তো, যাত্রা করার আগে যে তিন / চার দিন বাড়িতেই থাকছেন, ওসব ল্যাটা, তাই বাড়িতেই চুকিয়ে নিতে বলেছি মাত্র। তাই, ভয় করবেন না।" —উত্তরে আমি এখন এক ভেকধারী গুরুদেব মাত্র।

বৃত্তিগত কারণে শ্রীমৈত্রের frame of reference দিগন্ত বিস্তৃত। তাই, বড়ো মেলায় যোগদানে কলেরার ইনজেকশন নেওয়ার বাধ্যবাধকতার আইন যে আজকাল উঠে গেছে, তা তিনি আমাদের সকলকে জানিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করলেন।

এরই একদিন, হঠাৎ এক পরোয়ানা পেলাম। তবে রক্ষা এই যে, তা এখনও থানার নয় ; আগামী ১১। ৩ তারিখে 'কমিউটেশনে'-এর ব্যাপারে মেডিক্যাল বোর্ডে হাজির হওয়ার জন্য মেদিনীপুরের সি. এম. ও. এচ -এর এটি এক ফরমান।